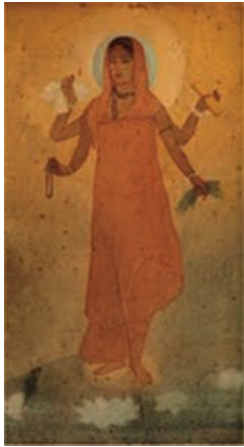


৮০- তম স্বাধীনতা
দিবসে সন্দর্শন পরিবারের
সকলকে প্রণাম

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, দ্বাবিংশ সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ৩০, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১৬



আমার প্রিয় দেশবাসী,
আজ আমরা ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। আজ প্রতিটি হৃদস্পন্দন ‘বন্দে মাতরম্’-এর ধ্বনিতে অনুরণিত হচ্ছে। “হর ঘর তিরঙ্গা হ্যায়, হর মন তিরঙ্গা হ্যায়”—অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তিরঙ্গা, প্রতিটি হৃদয়ে তিরঙ্গা—এবং দেশ নতুন সংকল্প ও নতুন উদ্যম নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা দিবসে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ দেশ সেই মহান পুত্র-কন্যাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের অধবসায়, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবন স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র লক্ষ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজ্য বাপু, সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সেই মহান বিপ্লবীদের প্রণাম জানাই, যাঁরা আত্মত্যাগের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আজ এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের জন্যও এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ১৫ আগস্ট লালকেলা থেকে ‘বন্দে মাতরম্’-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আর আজ যখন আমরা ‘বন্দে মাতরম্’-এর ১৫০ বছর উদযাপন করছি, এর চেয়ে সুন্দর উপলক্ষ আর কী হতে পারে?

আমার প্রিয় দেশবাসী,
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে দেশের বেশ কয়েকটি অংশ ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিস্ফোরণ মুখোমুখি হয়েছে, যার ফলে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা তাঁদের কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারছি এবং অনুভব করছি। আমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা এবং সমগ্র দেশ দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে রয়েছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
একটি দেশ তখনই মহান হয়ে ওঠে এবং তার লক্ষ্য অর্জন করে, যখন সে তার স্বপ্ন, সংকল্প ও সক্ষমতার শক্তিতে এগিয়ে যায়। আমরা আর ছোট স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি না। আমাদের বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, কারণ বড় স্বপ্ন আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে। এগুলি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্তকেও আরও বিস্তৃত করে। আমাদের সংকল্প দৃঢ় হতে হবে। যখন আমাদের সংকল্প শক্তিশালী হয়, তখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও, এমনকি বিপর্যয়ের মাঝেও পথ খুঁজে বের করার ক্ষমতা আপনাপনিই তৈরি হয়।

আমাদের সংকল্পও উচ্চ হতে হবে। কারণ যখন আমাদের স্বপ্ন বড় হয় এবং সংকল্পও বড় হয়, তখন আমাদের সক্ষমতার উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়। আমাদের প্রচেষ্টার পরিসরও বৃদ্ধি পায় এবং তখনই আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
আজ ভারতও একটি অত্যন্ত বড় স্বপ্ন স্থির করেছে—একটি দৃঢ় সংকল্পে সমর্থিত স্বপ্ন, নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নটি হল—২০৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করব, তখন আমরা একটি ‘বিকশিত ভারত’ গড়ে তুলব। ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। আর যখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে, তখন তা বিশ্বের চোখে আমাদের সাহসের প্রতীক হয়ে ওঠে। বিশ্ব আমাদের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায়, তা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

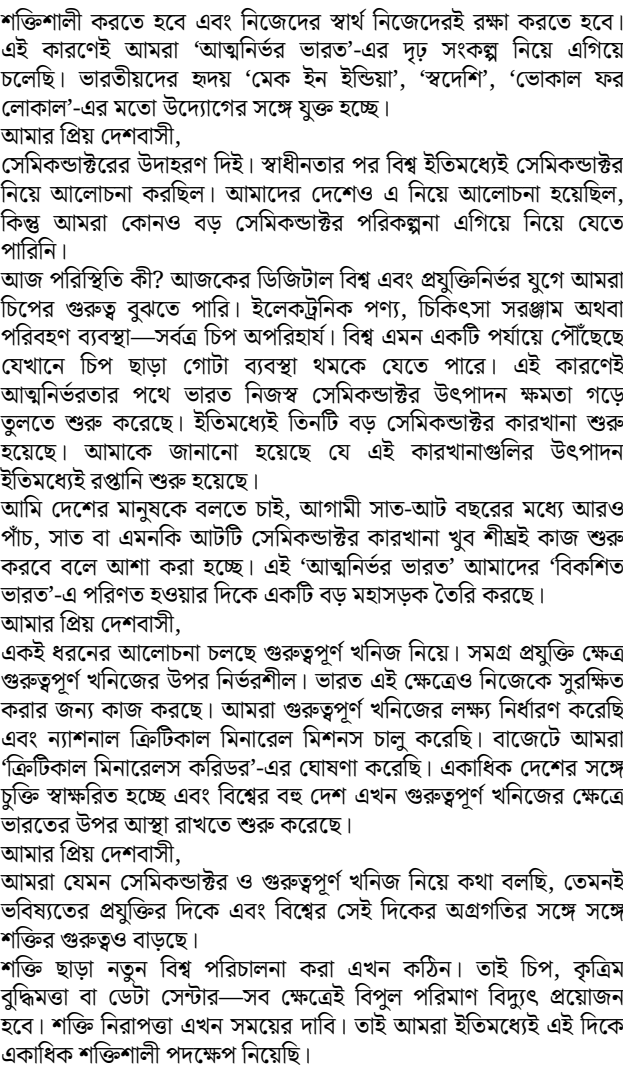
প্রিয় দেশবাসী,
আমি এটি কোনও কারণ ছাড়া বলছি না। গত ১২ বছরে দেশের কোটি কোটি নাগরিক—দলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, আদিবাসী সম্প্রদায়, গ্রাম বা শহরে বসবাসকারী মানুষ, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, যুবক, প্রবীণ, নারী বা পুরুষ—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব অথবা পশ্চিম, প্রত্যেকেই সংকল্প ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা করেছেন। আমি তাঁদের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও সম্মান করছি। আর এই প্রচেষ্টার ফলেই মাত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে ২৫ কোটি নাগরিক দরিদ্র্য কাটিয়ে দরিদ্র্যসীমার বাইরে উঠে এসেছেন। এই নাগরিকদের প্রচেষ্টারই ফল যে, একসময় আমরা ‘Fragile Five’ বা দুর্বল পাঁচ অর্থনীতির মধ্যে গণ্য হতাম, কিন্তু ১২ বছরের মধ্যে আমরা একটি প্রধান অর্থনীতিতে এবং দ্রুততম-বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছি।
বন্ধুগণ,
দেশ বহু স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু আমরা সেই গতি অর্জন করতে পারিনি; যে গতির প্রয়োজন ছিল, তা অর্জন করতে পারিনি। আমরা “হয়ে যাবে, চলতে থাকবে, দেখা যাবে কী হয়”—এই মানসিকতার মধ্যে আটকে ছিলাম। ২০১৪ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব আমাদের ‘Fragile Five’-এর মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এমন সময়ে গত ১২ বছরে ভারত নতুন গতি অর্জন করেছে। আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি এবং দেশের মানুষের সংকল্প স্পষ্ট—১৪০ কোটি নাগরিকের দৃঢ়তা ও সক্ষমতাকে এখন আর থামানো সম্ভব নয়।
প্রিয় দেশবাসী,
গত ১২ বছরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদি ও গ্রামোন্নয়ন শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক রেল কোচের উৎপাদন ২১ গুণ বেড়েছে। মোবাইল ফোন উৎপাদন ৩৫ গুণ বেড়েছে।
এটাই সব নয়। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের জগতেও নিজেদের হাপ ফেলেছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ও গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেড়েছে। মঞ্জুর হওয়া পেটেন্টের সংখ্যা চারগুণ বেড়েছে। ডিজিটাল লেনদেন ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতির জন্যও আমরা সমান শৃঙ্খল দিয়ে কাজ করেছি। প্রতি বছর গড়ে আগের তুলনায় ১৫ গুণ দ্রুত হারে কলের জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর গ্যাস সংযোগ

দেওয়ার হার ছয়গুণ দ্রুত হয়েছে। দরিদ্রদের জন্য শৌচালয় নির্মাণের গতি বার্ষিক হারের তুলনায় চারগুণ হয়েছে। দরিদ্রদের বাড়ি দেওয়ার গতি প্রতি বছর তিনগুণ বেড়েছে।

দেশ প্রশাসনেও বড় পরিবর্তন এনেছে। হাজার হাজার কমপ্লেক্স বা বিধিবদ্ধ আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত করা হয়েছে। শত শত পুরনো আইন বাতিল করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর অগ্রযাত্রা বিংশ শতাব্দীর আইন দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। আধুনিক পরিকাঠামোর জন্য আমরার মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে এবং গণপরিবহণকে শক্তিশালী করেছে। যে গতিতে কাজ হয়েছে, যে পরিসরে তা করা হয়েছে, এই গতি, এই সম্প্রসারণ এবং এই অর্জন স্বাধীনতার পর গত দশকে দেশ প্রথমবার প্রত্যক্ষ করেছে।

আর যখন আমাদের সামনে এত সাফল্য রয়েছে, যখন এত দ্রুত অগ্রগতি দৃশ্যমান এবং যখন আমাদের নাগরিকদের সক্ষমতা প্রতিটি মুহুর্তে আরও শক্তিশালী হচ্ছে, তখন ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্প কখনও অপরূপ থাকতে পারে না। এই সমস্ত পরিসংখ্যানই সাক্ষ্য দেয় যে আমরা একটি এগিয়ে চলা দেশ।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
কিন্তু এর জন্য আমাদের আত্মবিশ্বাস দরকার। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ দরকার। এবং সঙ্গে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে যে ভারত আর অন্য দেশের উপর নির্ভর করে বাঁচবে না। আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। তবে অনেক কিছু রয়েছে যা সম্ভাব্য পাওয়া যায় এবং দ্রুত পাওয়া যায়। কিন্তু তার উপর নির্ভর করলে আমাদের নিজস্ব সম্ভ্রমতা তৈরি হয় না, আমাদের সম্ভ্রমতা শক্তিও পরীক্ষা হয় না। তাই আমাদের নিজস্ব সম্ভ্রমতা



শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি বড় মাধ্যম হল পারমাণবিক শক্তি সংসদে শান্তি আইন পাস করার মাধ্যমে আমরা একটি নতুন লক্ষ্যের পথ প্রশস্ত করেছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

এই দশকের মধ্যেই পাঁচটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ
করেছি। এই বছর ভারত ফাস্ট ব্রিডার পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দক্ষত
অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এর ফলে
পারমাণবিক জ্বালানির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে আমরা একটি বড়
পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
কখনও কখনও কোনও দেশকে পিছিয়ে রাখে সম্পদের অভাব নয়, বরঞ্চ চিন্তার সীমাবদ্ধতা। আমাদের চিন্তা যখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে ক্ষয় হতে শুরু করে, তখন আমরা নিজেদের সম্ভাবনাকেও চিনতে পারি না। আজ দেশকে অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং এটি আমাদের ত্রুটিপূর্ণ চিন্তার ফল। আপনারা অবাক হবেন জেনে যে এই ধরনের চিন্তার কারণে আমরা আমাদের সমগ্র উপকূলীয় এলাকার ৯৯ শতাংশকে ‘নো গো এরিয়া’ বা প্রবেশ-নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছিলাম।

আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সমুদ্রে অনুসন্ধানে যাব না। এটি ছিল চিন্তার দারিদ্র্য। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এটি আর চলতে পারে না। যে ৯৯শ শতাংশ এলাকা একসময় ‘নো গো এরিয়া’ হিসেবে নির্ধারিত ছিল, আমরা সেটিকে ‘গো অ্যাহেড এরিয়া’ হিসেবে খুলে দিয়েছি এবং এখন সমুদ্রে অনুসন্ধান ও নতুন মজুত আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে চলেছি। গত বছর একইই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ‘সমুদ্র মন্থন’ ঘোষণা করেছিলাম এবং সম্প্রতি এই কাজকে দ্রুততর করতে ৮৫,০০০ কোটি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
আমি বলছি যে শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিকল্প উৎসের দিকে
আমাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই শক্তির
দক্ষ ব্যবহারকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ভারত আজ দ্রুত এই
দিকে এগিয়ে চলেছে।

২০১৪ সালের আগে, অর্থাৎ ১২ বছর আগে, আমাদের দেশে মাত্র ৭০টি শহরে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের পরিকাঠামো ছিল। ১২ বছরে আমরা সেই ৭০টি শহরকে ৭০০টি শহরে নিয়ে গিয়েছি। এটাই গতি, এটাই সম্প্রসারণ। ২০১৪ সালের আগে মাত্র ২০-২৫ লক্ষ পরিবারে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছত। আজ প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পরিবারে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলেছে। বারো বছর আগে দেশে সৌরশক্তির ক্ষমতা ছিল মাত্র ৫ গিগাওয়াট-১ গিগাওয়াট। আজ আমরা ১৬০ গিগাওয়াট ক্ষমতা অর্জন করেছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
আরও একটি তথ্য আপনাদের জানাই। এই সুবিধার সুফল যাতে দেশের
মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারগুলির কাছেও পৌঁছয়, তার দিকেও আমরা
সমান গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা চালু
করেছি এবং আজ আমি আনন্দিত যে এত অল্প সময়ের মধ্যে ৫০ লক্ষ
বাড়িতে সৌরশক্তি ব্যবস্থা স্থাপনের মাইলফলক আমরা অতিক্রম করেছি
এবং কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এর ফলে হাজার হাজার পরিবারের বিদ্যুৎ
বিল শূন্য হয়ে গেছে, আবার হাজার হাজার পরিবার তাদের উৎপাদিত
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে আয় করছে। সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি
পরিবারকে ৮০,০০০ সহায়তা দিচ্ছে এবং এই সহায়তার মাধ্যমেই আমরা
এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
আপনারা অবাক হবেন জেনে যে আমাদের দেশে রেল ব্যবস্থার
বৈদ্যুতিকীকরণ শুরু হয়েছিল ১৯২৫ সালে। কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৫
সালে, কিন্তু পরবর্তী ৯০ বছরে রেল নেটওয়ার্কের মাত্র ৩০ শতাংশ
বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছিল। অর্থাৎ ৯০ বছরে ৩০ শতাংশ। আমাদের গতি
দেখুন; লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংকল্প দেখুন। আমরা এই এক
দশকের মধ্যেই ১০০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করছি। ৯০ বছরে ৩০ শতাংশ,
১০ বছরে ৭০ শতাংশ—এটাই কাজের গতি।

এর ফলে আগে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হওয়া ডিজেল আমরা সাশ্রয় করেছি। আমাদের ট্রেন বিদ্যুতে চলতে শুরু করেছে এবং এর ফলে পরিবেশও উপকৃত হয়েছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,
আমরা এখানেই খামিনি। আমরা বিশ্বের পিছিয়ে থাকতে চাই না। আপনার
সম্প্রতি খবর শুনে থাকবেন—ভারত জ্বালানির এই নতুন ক্ষেত্রেও প্রবেশ
করেছে। দেশ তার প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন শুরু করেছে এবং আমি
আশান্বিত যে এটি এই ধরনের ট্রেনগুলির মধ্যে দীর্ঘতম ও সবচেয়ে
শিক্ষণীয়। বিশ্বের হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনের ক্ষেত্রেও ভারত নিজের ছাপ
ফেলেছে।

প্রিয় দেশবাসী,
গত ১০-১২ বছর ধরে আমরা ২০৪৭ সালের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছি। আমরা একের পর এক মাইলফলক অর্জন করেছি। আমরা ভাবিনি যে পথে এত সমসয়ার মুখোমুখিও হতে হবে। গত ১০-১২ বছরে আমরা বহু সংকটের মুখোমুখি হয়েছি। কোভিড-১৯-এর মতো একটি মহামারি গোটা বিশ্বেকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং সমস্ত ব্যবসায় পরিণত হয়ে পড়েছিল। কোভিড থেকে আমরা বেরিয়ে আসার পরই যুদ্ধের মতো ভয়াবহতা দেখতে হয়েছে—একদিকে ইউক্রেনের সংঘাত, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত। সর্বত্র উত্তেজনার পরিবেশ ছিল।

দ্বিতীয় পাতায়



লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে প্রথম পাতার পরে

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথাকথিত পূর্বাভাসদাতারা কী কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কে জানে! কিছু মানুষ দেশকে ভয় দেখিয়ে, মানুষকে ভীত ও উদ্বিগ্ন রেখে যেন এক ধরনের তৃপ্তি পেতেন। তাঁরা বলেছিলেন, টিকা পাওয়া যাবে না, মানুষ কোভিড থেকে বাঁচবে না, কিছুই কাজ করবে না।

পশ্চিম এশিয়ায় সংকট দেখা দিলে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে পেট্রল পাম্পে পেট্রল পাওয়া যাবে না, গ্যাস থাকবে না, ডিজেল থাকবে না, সার থাকবে না। সারা বিশ্বে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে কিছু মানুষ ভারতের মানুষকে ভয় দেখানো, আতঙ্কিত করা এবং উদ্বেগের মধ্যে রাখায় আনন্দ পেয়েছিল। কিন্তু দেশ এখন দেখেছে— গত ১০–১২ বছরের সুচিন্তিত পরিকল্পনাগুলি ফল দিতে শুরু করেছে। এত বড় সংকটের মধ্যেও ‘নাগরিক দেবো ভব’ নীতিতে পরিচালিত ভারত প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছিল। আমরা ভাবিনি যে এমন সংকট আসবে, কিন্তু যখন তা এল, তখন এই সমস্ত প্রস্তুতি কাজে লাগল। আজ দেশে গ্যাস আছে, পেট্রল আছে এবং ইউরিয়া আছে। আমরা নিজেদের সক্ষমতার শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছি এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এই বৈশ্বিক সংকট সকলকেই প্রভাবিত করেছে এবং আমরাও তার বাইরে নই। এক বস্তা ইউরিয়ার বৈশ্বিক মূল্য ৩,০০০-এ পৌঁছেছে। আজও আমরা দেশের কৃষকদের সেই বোঝা বহন করতে বাধ্য করছি না। সরকার সেই বোঝা নিজের কাঁধে নিয়েছে এবং বিশ্ববাজার থেকে ৩,০০০-এ পাওয়া ইউরিয়ার বস্তা আমরা আমাদের কৃষকদের মাত্র ৩০০-তে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এছাড়াও, বৈশ্বিক বাজারে DAP-এর মূল্য ৫,০০০-এ পৌঁছেলেও কৃষকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা এখনও তাঁদের ১,৩৫০-তে সরবরাহ করছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, একসময় আমি যখন আত্মনির্ভরতার কথা বলতাম, তখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে চিন্তা করা কিছু মানুষ আমাদের বলতেন—বিশ্বায়নের কী হবে? কিন্তু বিশ্ব দেখছে যে গত এক দশকে মনে হচ্ছে বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা যেন থেমে গেছে। যে বিশ্বায়নের কথা একসময় শোনা যেত, সেই আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। প্রতিটি দেশ এখন নিজের নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই সংকটের সময় কিছু দেশ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার খেলায় নেমেছে। বর্তমানে বিশ্ব তার হাতে থাকা প্রায় সব সম্পদকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। পেট্রল, ডিজেল, সার, ওষুধ এবং প্রযুক্তিগত চিপের মতো সম্পদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; এমনকি ভূখণ্ডকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন সময়ে গত এক দশক ধরে আমরা যদি আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে সঠিক পথে না এগোতাম, তাহলে এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে আমরা কীভাবে শক্তভাবে দাঁড়াতাম, তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

আর আমাদের প্রস্তুতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, অন্যদিকে আজ ভারতের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ভারত বিশ্বের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত দেশ হয়ে উঠছে। ভারতের রয়েছে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ম্যাস্বেট ও স্থিতিশীল সরকার, প্রাণবন্ত গণতন্ত্র, শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা এবং আমাদের সকলকে পথ দেখানো ভারতের সংবিধান। এখন বিশ্ব আমাদের শক্তিকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। আর তাই ২০১৪ সালের পর আমরা প্রায় ৪০টি দেশের সঙ্গে Free Trade Agreements (FTA) বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করছি। দেখুন, কী বিশাল সুযোগ এসেছে! এই বাণিজ্য চুক্তিগুলি একটি বিরাট সুযোগ। তাই বিশেষভাবে আমার MSME-গুলিকে বলতে চাই—এই সুযোগ আমরা যেন হাতছাড়া না করি। আমাদের বিশ্বে পৌঁছতে হবে। ভারতের প্রতিটি পণ্যকে বিশ্বের বাজারে পৌঁছতে হবে। আমাদের বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ওষুধ—কোনও সুযোগ আমরা ছাড়ব না। কিন্তু আমাদের বৈশ্বিক মানদণ্ড অতিক্রম করতে হবে।

আমাদের এমন পণ্য দিতে হবে যা গুণমানে উন্নত এবং বর্তমানে বিশ্ববাজারে উপলব্ধ পণ্যের তুলনায় আরও সাশ্রয়ী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর পর্যন্ত আমাদের বস্ত্রশিল্পের বিশ্ববাজারে পৌঁছানোর ক্ষমতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, কেরল থেকে গুজরাট এবং তামিলনাড়ু থেকে বাংলা পর্যন্ত—এটাই আমাদের উপকূল। আজ এই FTA-এর কারণে আমাদের মৎস্যজীবী ভাই-বোনদের চিংড়ি রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক বেড়েছে। বিশ্বে আমাদের সামুদ্রিক খাদ্য পৌঁছানোর আরও বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি চাই আমরা এই পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করি এবং এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের চেষ্টা করি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদের সারমনে যে ২০৪৭-এর লক্ষ্য উপস্থাপন করেছি, তার ভিত্তি এই শক্তিশালী ভিত্তিগুলির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্য গত ১০–১২ বছরে আমাদের দেশবাসী যে শক্তি দেখিয়েছেন, তারই একটি অংশ।আর তাই, আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং পরবর্তী এক-চতুর্থাংশ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা থামতে পারি না। আমাদের গতি থামতে পারে না। আমাদের দিক নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের র তা অর্জন করতে হবে। এর জন্য আমাদের কাজের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে হবে। কাজের সংস্কৃতি পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের চিন্তাভাবনাও পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের কাজের গতিও পরিবর্তন করতে হবে।

গত ৫–৭ দশকে যে কাজ হয়নি, আগামী ৫–৭ বছরে আমাদের সেই কাজ করতে হবে। আর আমার দেশের যুবশক্তির উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমার দেশের যুবক-যুবতী, মা-বোনেরা, কৃষক, শ্রমিক—আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি।

তাই আমাদের সংস্কারের গতি আরও এগিয়ে নিতে হবে। আর যখন আমি সংস্কারের কথা বলছি, তখন সংস্কার আমাদের জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা নয়, সংস্কার আমাদের কাছে কোনও ‘বাজওয়ার্ড’ও নয়। আমাদের সংস্কার হল দৃঢ় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত একটি প্রত্যয়। আমরা ‘Reform Express’-এ যাত্রা শুরু করেছি এবং আগামী দিনগুলিতেও আমরা পরবর্তী স্তরের সংস্কারের দিকে এগিয়ে যাব। তাই সরকার, সমাজ, শিল্প, উৎপাদক, কৃষক—প্রত্যেককেই নিজজদের প্রচলিত ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে, নিজেদের চিন্তাভাবনা সংস্কার করতে হবে এবং নিজেদের লক্ষ্য সংস্কার করতে হবে।

আর তাই, আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমি সেই যুগকেও স্মরণ করতে চাই, যখন আমরা ‘সপ্ত সিন্ধু’ হিসেবে ভারতের সম্ভাবনাকে জনতাম, বুঝতাম এবং শুনতাম। ভারতকে উন্নত করতে আমাদের একটি নতুন প্রবাহ প্রয়োজন। আজ লালকেল্লার প্রচার থেকে আমি দেশের সামনে শক্তির এই সাতটি প্রবাহ—‘সপ্তধারা’ (Sapta Dhara)—আহ্বান করছি।আগামী ৫–৭ বছরে গত ৫–৭ দশকে যা করা

সম্ভব হয়নি, সপ্তধারার শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে আমরা দেশকে নতুন উচ্চতা, নতুন গতি এবং নতুন লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা দেব। এর পাশাপাশি জাতি গঠনে দেশের যুবশক্তির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হবে; তাঁদের শক্তিকে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আগামী দিনে যখন আমি সপ্তধারার কথা বলব, সপ্তধারার প্রথম শক্তি হল—উৎপাদন শক্তি বা Man-ufacturing Power।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের উৎপাদন ক্ষেত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি ছোট উপাদান থেকে বৃহৎ পণ্য—সবকিছুই আমাদের উৎপাদন করতে হবে। সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খল আমাদের হতে হবে এবং তা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। আমাদের উপাদানও প্রয়োজন, সম্পূর্ণ উৎপাদনও প্রয়োজন, সম্পূর্ণ পণ্যও প্রয়োজন।

ডিজাইন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত ভারতকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি বিশ্বস্ত কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসতে হবে। এর জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের আমার ভাই-বোনদের জন্য আমি বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ে জোর দিতে চাই।

এটাই সুযোগ গ্রহণের সময়। এর জন্য খরচ, গুণমান এবং উৎপাদনের পরিসরের ক্ষেত্রে আমাদের বৈশ্বিক মান পূরণ করতে হবে। আমাদের কারখানাগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে, আমাদের পণ্য ব্যবহারকারীবান্ধব হতে হবে এবং আমাদের প্যাকেজিং বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী হতে হবে। শূন্য-ত্রুটি নির্ভুল উৎপাদন আমাদের পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে হবে। প্রতিটি উৎপাদক, প্রতিটি উদ্যোক্তা, প্রতিটি MSME-কে আমি বলতে চাই—বিশ্ববাজারে আমাদের পরিচয় নির্ভর করবে বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুণমানের উপর। গুণমানের ক্ষেত্রে কোনও আপস নয়। তাই আমাদের মন্ত্র হওয়া উচিত—গুণমান, গুণমান, গুণমান। এটাই আমাদের বৈশ্বিক ব্র্যান্ড মূল্য হয়ে উঠবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এই ‘সপ্তধারা’-র দ্বিতীয় শক্তি হল কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন। আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের দিকেও এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের কৃষকদের এখন বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার রয়েছে। FTA-এর কারণে আমরা একটি বিশাল বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাছি এবং আমাদের সেই বাজারগুলিতে পৌঁছতে হবে। আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আমাদের খামার থেকে রপ্তানি বাজারে পৌঁছতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, মিলেট, মশলা, ফল অথবা ফুল—আমাদের দেওয়ার মতো অনেক কিছু রয়েছে। এগুলিকে বিশ্বব্র্যাণ্ডে পরিণত করতে হবে। আমাদের কৃষকদের রাসায়নিকমুক্ত কৃষিকে আরও উৎসাহ দিতে হবে, কারণ বিশ্বজুড়ে এই ধরনের পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়বে। আমাদের কৃষিপণ্য যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মান পূরণ করে, তাহলে আমরা সহজেই বিশ্বের বাজারে পৌঁছতে পারব। আমার সপ্তধারার তৃতীয় শক্তি হল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ AI, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ, রোবোটিক্স এবং ডেটা সেন্টারের যুগ। একটি সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। উদীয়মান প্রযুক্তি প্রতি মুহূর্তে আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। তাই আমাদের দেশকে শুধু বিশ্বের বাজারে পরিণত করলে চলবে না; আমাদের উদ্ভাবনের কেন্দ্র হতে হবে। UPI এবং ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছি। আমরা বিশ্বকে আমাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করেছি। এখন ভারতকে তার ডিজিটাল পাবলিক প্রযুক্তি বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে। ভারতকে পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত—Made-in-India 6G বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছনো।এই দিকে আমাদের প্রচেষ্টা দ্রুততর করতে হবে এবং এই কাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার কোনওভাবেই কমানো যাবে না।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

সপ্তধারার চতুর্থ শক্তি হল গতি শক্তি।গতি শক্তির অধীনে আমাদের সারা দেশে নির্বিঘ্ন ও দ্রুত সংযোগের উপর জোর দিতে হবে। উচ্চগতির রেলের মাধ্যমে আমাদের শহরগুলিকে যুক্ত করতে হবে।আমাদের আধুনিক মহাসড়ক, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বিমানবন্দর এবং বহুমুখী লজিস্টিক ব্যবস্থা প্রয়োজন।

আমাদের বন্দরগুলিকে কেবল পণ্য ওঠানামার স্থান অথবা জাহাজ আসা ও নোঙর করার স্থান হিসেবে দেখলে চলবে না। বন্দর-নির্ভর উন্নয়ন ও বৃদ্ধির দিকে আমাদের বন্দরগুলিকে এগিয়ে নিতে হবে। সপ্তধারার পঞ্চম শক্তি হল ‘রক্ষাশক্তি’ (Raksha Shakti)। আর এই ‘রক্ষাশক্তি’-র গুরুত্ব প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরিসীম।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

ভারত এখন এটি অনুভব করেছে এবং বিশ্বও তা অনুভব করেছে—প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার কোনও বিকল্প নেই। বিশ্বের দেশগুলি যখন ক্রমশ নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তখন ভারত শুধু বিশ্বের বাজার হয়ে থাকতে পারে না। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্য নিতে হবে এবং একটি বৈশ্বিক সরবরাহকারী হিসেবে উঠে আসার দিকে এগোতে হবে। আমাদের ড্রোন ও কাউন্টার-ড্রোন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং হাইপারসনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বন্ধুগণ,

সাইবার নিরাপত্তাও আজ প্রতিটি পরিবারের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে। এটিও প্রতিরক্ষার এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আমরা আমাদের যুবসমাজের সক্ষমতাকে দেশ ও বিশ্বের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সপ্তধারার ষষ্ঠ শক্তি হল সবুজ অর্থনীতি ও নীল অর্থনীতি, যা সবুজ কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করে। আমাদের বৈশ্বিক স্তরে সবুজ হাইড্রোজেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, শক্তি সঞ্চয়, সবুজ গতিশীলতা এবং সবুজ উৎপাদন অর্জন করতে হবে। বিশ্ব যখন বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আলোচনা করে চলেছে, তখন আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজছি এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ভারত বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সবুজ আন্দোলনের এই যাত্রা শুরু করেছে। নীল অর্থনীতিতেও ভারতের বিপুল সুযোগ রয়েছে। আমাদের দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে। মৎস্য, উপকূলীয় পর্যটন, সমুদ্র প্রযুক্তি এবং এই ধরনের আরও বহু ক্ষেত্রে নীল অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

ভারত যখন সপ্তধারার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন সপ্তম ধারা এমন একটি ক্ষেত্র, যার নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে—আর তা হল ভারতের Soft Power বা সাংস্কৃতিক প্রভাবের শক্তি।ভারতের Soft Power-এর শক্তি অপরিসীম।আজ যোগ সমগ্র বিশ্বকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। যোগ বিশ্বের জন্য শক্তির উৎস হয়ে উঠছে এবং ভারতের উপর মানুষের আস্থা্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে উঠেছে।

ভারতের রয়েছে বিশ্বাসের কেন্দ্র, আয়ুর্বেদ এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা। এর সঙ্গে ‘Heal in India’ আন্দোলনকে যুক্ত করে আমরা আমাদের

সক্ষমতাকে বিশ্বের কাছে নিয়ে যেতে পারি। হস্তশিল্প, সংস্কৃতি, আমাদের চলচ্চিত্র, সৃজনশীল জগৎ, VFX, অ্যানিমেশন, গেমিং অথবা ডিজিটাল কনটেন্ট—ভারত বৈশ্বিক সৃজনশীল অর্থনীতিতে নিজের মর্যাদা প্রদর্শন করতে পারে।আমাদের এটিকে একটি বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আজ ভারত WAVES Summit-কে বিপুল গতি দিয়েছে। ধীরে ধীরে বিশ্ব ভারতের World Audio Visual and Entertainment Summit -এর দিকে তাকাতে শুরু করেছে। এটি ভারতের Soft Power এবং সৃজনশীল পরিবেশকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের বিশাল বনসম্পদ রয়েছে। আমাদের ১০০টিরও বেশি জাতীয় উদ্যান রয়েছে। আমাদের সম্ভাবনা বিপুল, কিন্তু বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের Soft Power-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের ভারতে আকর্ষণ করার সুযোগ রয়েছে।

বিশ্বের সামনে আমাদের সক্ষমতা তুলে ধরতে হবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা করতে হবে। আজ খেলাধুলাও ভারতের প্রতি আকর্ষণের একটি বড় উৎস হয়ে উঠছে। বড় বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ভারতে কেন অনুষ্ঠিত হবে না?

কনসার্ট অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের যুবসমাজের কাছে এর বিপুল আকর্ষণ রয়েছে।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা কোনও না কোনও সময়ে ভারতের মাটিতে কনসার্ট করতে চান। এটি একটি বিশাল সুযোগ এবং এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো আমাদের তৈরি করতে হবে।

বন্ধুগণ, সপ্তধারার এই সাতটি শক্তি কেবল পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের বিষয় নয়। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, যাতে দেশের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার মাত্রাকেও আমরা অতিক্রম করতে পারি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি এই বিষয়গুলির কয়েকটি নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু আমি তারও বাইরে চিন্তা করি। আমি জাতিকে নাড়া দিতে চাই। আমি জাতির শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চাই। একটি দেশ শুধু সরকার দিয়ে গঠিত হয় না; একটি দেশ গঠিত হয় প্রতিটি নাগরিককে নিয়ে।

আমরা কি আরও বড় কিছু করার আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারি না? আমরা প্রায়ই Fortune 500-এর কথা শুনি। কেন আমাদের লক্ষ্য হবে না যে আগামী দশকের মধ্যে Fortune 500-এর ৫০টি সংস্থা ভারতের হবে? আজ আমাদের ব্যংকিং ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হচ্ছে। কেন বিশ্বের শীর্ষ ব্যাংকগুলির মধ্যে কোনও ভারতীয় ব্যাংকের পতাকা উড়বে না? বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি ব্যাংকের মধ্যে একটি ভারতীয় ব্যাংক থাকা উচিত। ভারতের ওষুধ শিল্প উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। কিন্তু সময়ের দাবি হল, বিশ্বের পাঁচটি বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানির মধ্যে এক বা দুটি ভারতীয় ওষুধ কোম্পানির নাম উচ্চারিত হবে।

ভারতকে সেখানে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আইন সংস্থা রয়েছে, রেটিং এজেন্সি রয়েছে। বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব এখন আমাদের ব্যংকিং ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হচ্ছে। কেন বিশ্বের শীর্ষ ব্যাংকগুলির মধ্যে কোনও ভারতীয় ব্যাংকের পতাকা উড়বে না? আমাদের শীর্ষ পাঁচটি ব্যাংগুলির মধ্যে থাকবে না? আমাদের প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে হবে। এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমাদের এমন ব্র্যান্ড থাকতে হবে যা বিশ্বকে আকর্ষণ করবে। আমাদের ব্র্যান্ডগুলি আমাদের দেশের পরিচয় হয়ে উঠবে এবং ভারতকে বিশ্বের গম্ভ্যবে পরিণত করবে। আমাদের সেই দিকেই কাজ করতে হবে।

এর জন্য আমি রাজ্য সরকারগুলিকে বলতে চাই, স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলতে চাই এবং ভারত সরকারেরও এটি দায়িত্ব—আমাদের সংস্কারের গতি বাড়াতে হবে। ২০৪৭-এর লক্ষ্য অনুযায়ী আমাদের ব্যবস্থাগুলি তৈরি করতে হবে।

অতীত যুগের নীতি ও নিয়ম দিয়ে আমরা চলতে পারি না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমাদের নীতি ও নিয়ম তৈরি করতে হবে। আর আমরা যদি এটি করতে পারি, তাহলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং আমি দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করছি যে এই পথে আমাদের কঠোর পরিশ্রমে কোনও খামতি না রেখে আমরা ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করব।

আমাদের সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং শিল্প—আমাদের সকলকেই একসঙ্গে কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সংস্কার চালিয়ে যেতে হবে। সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর আমি আগেই বলেছি, আমরা বাধ্য হয়ে সংস্কার করছি না, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সংস্কার করছি। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যই আমরা সংস্কার করছি।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

যখন আমি ‘বিকশিত ভারত’-এর কথা বলি, যখন আমি দ্রুত গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলি, তখন এই সমস্ত প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী কে? এই প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি কে?

যদি একজনকে বলতে হয়, তাহলে তিনি হলেন আমার দেশের যুবসমাজ—দেশের যুবশক্তি। ‘বিকশিত ভারত’-এর যাত্রায় যুবসমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ‘বিকশিত ভারত’-এর সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগীও হবে আমার দেশের যুবসমাজ। তাই যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা ও অংশগ্রহণের সঙ্গে ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যকে যুক্ত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বন্ধুগণ,

গত ১০–১২ বছরে এই দিকে অনেক কিছু ঘটেছে। ‘Startup India’ উদ্যোগের অধীনে আজ সারা দেশে ২.৫ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত স্টার্টআপ রয়েছে। দেশের যুবকরা শুধু নিজেদের জন্য কাজ করছেন না, তাঁরা আরও অনেকের জন্য কর্মসংস্থানও তৈরি করছেন।

সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার Innovation Fund ঘোষণা করেছে। দেশের যুবকদের আমি বলতে চাই—আপনাদের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে আসুন; আমরা নিশ্চিত করব যে সম্পদের কোনও অভাব থাকবে না। আপনাদের মন ও মেধাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা ₹১ লক্ষ কোটি টাকার একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছি। গবেষণার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং Digital India-এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যের ডেটার প্রাপ্যতা আমাদের যুবসমাজকে শক্তিশালী করেছে।

বিশ্বের কোথাও যদি এত কম খরচে ডেটা পাওয়া যায়, তাহলে তা এই ভারতীয় মাটিতেই। আর এটি দেশের যুবকদের নতুন শক্তি দিয়েছে।

আমরা Skill India-কে জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত করেছি।

আমরা মহাকাশ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছি।

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, ওল্ড মালদা রোড, মালদা— ৭৩২১৪২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল- kashmiradas20@gmail.com

এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।